COMPLIED AND CIRCULATED BY PROF. DR. RABINDRANATH MAITI
DEPARTMENT OF SANSKRIT, NARAJOLE RAJ COLLEGE

''অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা''

প্রকৃতি ও জীবজগৎ একই বিশ্বপ্রকৃতি মনুষ্য সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যুগে যুগে পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর কাব্য কল্পনায় এই সম্বন্ধটি ধরা পড়েছে। ইংরাজ কবিদের মধ্যে যেমন দেখা যায় প্রকৃতিকে সচেতন জীবরূপে দেখার জন্য Wordsworth 'Poet of Nature' 'প্রকৃতির কবি' আখ্যা পেয়েছেন, সেইরূপ একই কারণে ভারতবর্ষেও কালিদাসকে 'প্রকৃতির কবি' রূপে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

স্বাভাবিক ভাবে অমর কবি কালিদাসের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যেও অনবদ্য নিসর্গপ্রেমের প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁর সৃষ্ট 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকেও নিসর্গপ্রীতির অনুপম নিদর্শন বহুল পরিমাণে বিদ্যমান।

নাটকের প্রথমাঙ্ক আরম্ভ হয়েছে গভীর অরণ্যে রাজা দুষ্যন্তের মৃগয়া দৃশ্যের সঙ্গে। রাজা রথে বসে মৃগের পশ্চাৎ ধাবন করেছেন। হরিণটিও শরপতনের আশঙ্কা করে দ্রুত লাফ দিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে। এখানে কবি–'যদা লোকে সূক্ষ্মং ব্রজন্তি সহসা...।' কিংবা 'গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ' ইত্যাদি শ্লোক দু'টিতে অনুপম মাধুরী মিশিয়ে প্রকৃতির গতিশীল দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন।

কণ্বতপোবনে প্রকৃতির স্নিগ্ধ ও শান্ত তপোবনের বর্ণনা ফুটে উঠেছে। আশ্রমের চারপাশে বড় বড় গাছ, গাছের নীচে নীবার ধান্য, গাছের কোটরে শুকপাখীদের নীড় বা তপোবন পরিবেশে আজন্মলালিত হরিণগুলির নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান-অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে।

প্রথমেই তপোবনপালিতা শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে জলসিঞ্চন করতে দেখা যায়। পসনে আন্দোলিত কেশরবৃক্ষের পাতাকে কদেখে শকুন্তলা প্রিয়জনের আহ্বান বলে মনে করেন। সমগ্র প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে শকুন্তলার অনুরাগ গভীর। তাই তিনি নবমল্লিকার নাম দেন বনজ্যোৎস্না। তাছাড়া গাছে জল দেওয়া কেবল কর্তব্য পালনের তাগিদেই নয়, সেগুলির প্রতি শকুন্তলার স্নেহ বিদ্যমান - 'ন কেবলং তাতনিয়োগ এব। অস্তি মে সোদরস্নেহোহপি এতেষু।'

একটি ভ্রমর শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্যন্তের মিলনের ব্যবস্থা করেছে, কারণ এই ভ্রমরের হাত থেকেই ব াচানোর জন্য রাজার আবির্ভাব।

চতুর্থাঙ্কে শকুন্তলাতে প্রকৃতির এবং প্রকৃতিতে শকুন্তকলার যে প্রগাঢ় স্নেহ অনুরাগ ছিল তা যেন পতিগৃহে যাত্রার উদ্দেশে তপোবন থেকে কণ্বদুহিতার বিদায় গ্রহণকালে কবির লেখশীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। যে শকুন্তলা আভরণপ্রিয়া হলেও গাছ থেকে পাতা ফুল ছিঁড়তো না, সেই শকুন্তলার প্রস্হানকালে কণ্ব তরুলতা ও পশুপাখীর কাছে অনুজ্ঞা চেয়েছেন – 'অনুমতগমনা শকুন্তলা তরুভিরিয়ং বনবাসবন্ধুভিঃ।' শকুন্তলার আসন্ন বিরহশোকে সমগ্র তপোবন ব্যাকুল। ময়ূর নৃত্ত বন্ধ করেছে। মৃগের মুখ থেকে অর্ধচর্বিত ঘাস মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। বৃক্ষ থেকে শীর্ণ পাতা ঝরে পড়ছে। মৃগশাবক শকুন্তলার বস্ত্রাঞ্চল ধরে টেনেছে –এরে দ্বারা তরুলতা, পশুপক্ষী সবকিছুর সঙ্গে মানব সমাজের অন্তগূঢ় যোগসূত্রটি অভিব্যক্ত হয়েছে।

প্রতিটি অঙ্কেই কবি লতাপাতা ও ফুলের বর্ণনার মধ্য দিয়ে নাটকীয় আখ্যানের সূত্রটিকে পরিচালিত করে নাটকটিকে এক সুন্দর মালার আকারে সাজিয়েছেন। প্রকৃতির বহুবিচিত্র সত্তার মধ্যে এই মিলন সূত্রটি রয়েছে বলেই একটির দুঃখ শোকে অপরটি সমব্যথী হয়ে ওঠে। মানুষের সঙ্গে নিসর্গের এই যোগসূত্রটি কবিভাবনায় ধরা পড়েছে বলেই অজস্র প্রকার প্রকৃতির বর্ণনার মধ্যে মনুষ্য ঘটনা বহুল নাটকীয় আখ্যানের পৌর্বাপর্বটি রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। সমস্ত প্রকৃতি মূর্ত হয়ে রাজার বিরহে শোকে মূহ্যমান। কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে প্রকৃতির একান্ত সচেতনতা ও সজীবতা আমাদের মুগ্ধ করে। প্রকৃতির ভাবী মঙ্গল ও অমঙ্গলেরও সূচনা করে। মাধবী লতার মুকূলিত হওয়া শকুন্তলার পাণিগ্রহণের সূচক। আবার অভিনব-মধু-লোলুপ মধুকরের আম্রমুকুলকে ঐভাবে চুম্বন করেও তাকে ভুলে গিয়ে কমল-বসতি-মাত্রে সন্তুষ্ট থাকা দুষন্তের প্রিয়াবিস্মরণের অপূর্ব প্রকাশ। প্রকৃতির মধ্যেই ভাবী ঘটনার ইঙ্গিত ফুটে উঠছে। মহাকবি প্রকৃতির মধ্য দিয়ে মনুষ্যসমাজকে কিছু শিক্ষাও দিয়েছেন। চতুর্থ অঙ্কের প্রথমেই একদিকে ওষধীপতি চন্দ্র অস্তে চলেছেন, অন্যদিকে অরুণকে সামনে নিয়ে সূর্যের উত্থান– এ দুই শক্তির একসঙ্গে উদয় ও বিলয়, আমাদের শিক্ষা দেয় যে সুখ বা দুঃখ, উন্নতি অথবা অবনতি কোনটাই চিরস্থাই নয়। জগৎ পরিবর্তনশীল। আবার জলভরা মেঘেরা নীচে নেমে আসা বুঝায়, সজ্জন পুরুষ সমৃদ্ধি পেয়েও বিনম্র থাকেন। প্রকৃতির এ শিক্ষা মনোমুগ্ধকর।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই, প্রকৃতিপ্রেমিক মহাকবি কালিদাস প্রকৃতিকে প্রকৃত রেখে তাকে দিয়ে নাটকের এত কার্যসাধন করিয়েছেন এবং মানবের সাথে প্রকৃতির এমন এক আত্মিক সম্পর্ক চিত্রিত করেছেন, যা বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়।